



## 128170 - শঙ্গি লাগানোর সময় নরিধারণ সংক্রান্ত কোন হাদসি সহহি নয়

### প্রশ্ন

শনবিার কথিবা শুক্রবারে শঙ্গি লাগানো কমািকরুহ; যদি সেই দিন ১৯ তারখি বা ১৭ তারখি কথিবা ২১ তারখি হয়? যহেতে হাদসি এসছে, তোমরা বুধবারে, কথিবা শুক্রবারে, কথিবা শনবিারে, কথিবা রববিারে শঙ্গি লাগাও না। বটনেরে মুসলমানদেরে নকিট এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করি বিষয়টি পরষিকার করবনে। এ সংক্রান্ত হাদসিগুলো কী দুর্বল; না সহহি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

শঙ্গি লাগানোর সময়েরে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনেকগুলো হাদসি বর্ণতি হয়েছে। এ ব্যাপারে কওলি (বাচনকি) হাদসি যমেন রয়েছে, ফ'লী (কর্মগত) হাদসিও রয়েছে। এ হাদসিগুলো দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: যহে হাদসিগুলোতে শঙ্গি লাগানোর উত্তম দিনগুলো সুনরিদ্ষিটভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সে দিনগুলো হচ্ছ- চন্দ্রমাসেরে ১৭ তারখি (বশিষেতঃ যদি মঙ্গলবার হয়); ১৯ তারখি ও ২১ তারখি এবং সপ্তাহেরে সোমবার ও বৃহস্পতিবার।

দ্বিতীয় প্রকার: যহে হাদসিগুলোতে সপ্তাহেরে বশিষে কিছু দিনে শঙ্গি লাগানোর নষিধোজ্ঞা এসছে। সে দিনগুলো হচ্ছ- শনবিার, রববিার, মঙ্গলবার (মঙ্গলবারে শঙ্গি লাগানোর প্রতি উৎসাহও বর্ণতি হয়েছে), বুধবার ও শুক্রবার।

অধিকাংশ আলমে এ দুই প্রকারেরে হাদসিগুলো দুর্বল হওয়া এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এর কোনটি সহহি না হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছেন। তাদের উক্তগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১। ইমাম মালকেকে শনবিার ও বুধবারে শঙ্গি লাগানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হলে তিনি বলেন: এতে কোন অসুবিধা নহে। আমি সব কয়টি দিনে শঙ্গি লাগিয়েছি। আমি এর কোনটিকে মাকরুহ মনে করি না। [আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা (৭/২২৫) থেকে সংক্ষেপে সমাপ্ত; গ্রন্থকার এ উক্তিটি 'আল-উতবয়্যাহ' থেকে উদ্ধৃত করছেন]

মালকেমিযহাবেরে 'আল-ফাওয়াকহে আল-দাওয়ানি' (২/৩৩৮) গ্রন্থে এসছে- বছরেরে প্রতিটি দিনে শঙ্গি লাগানো জায়েয;



এমনকি শনিবার ও বুধবারও। বরং ইমাম মালিকে সারা বছর শঙ্কিগা লাগাতনে। এই দুই দিনে কোন প্রকার ঔষধ গ্রহণ করা মাকরূহ নয়। পক্ষান্তরে, এই দুই দিনে শঙ্কিগা লাগানো থেকে সতর্কমূলক যসেব হাদিস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো ইমাম মালিকের নকিট সহি নয়।[সমাপ্ত]

২। আব্দুর রহমান বনি মাহদি (রহঃ) বলেন:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ সংক্রান্ত (অর্থাৎ শঙ্কিগা লাগানোর সময় নরিধারণমূলক) কোন কিছু সহি সাব্যস্ত হয়নি। তবে তিনি শঙ্কিগা লাগানোর নরিদশে দিয়েছেন।[সমাপ্ত, ইবনুল জাওয়াযি ‘আল-মাওয়াযাত (৩/২১৫) গ্রন্থে এ উক্তিটি উল্লেখ করেছেন]

৩। আল-খাল্লল ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, হাদিসটি সাব্যস্ত হয়নি।[ইবনে হাজার ‘ফাতহুল বারী (১০/১৪৯) তে এ উক্তিটি উল্লেখ করেছেন]

৪। বারযায়ি বলেন:

‘আমি আবু যর (রাঃ) এর সাক্ষাত পেয়েছি। তিনি বিশেষ কোন দিনে শঙ্কিগা লাগানো মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে কোন কিছু সাব্যস্ত করেন না এবং বিশেষ কোন দিনে শঙ্কিগা লাগানো মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে কোন কিছু সাব্যস্ত করেন না।[সমাপ্ত, সুআলাতুল বারযায়ি (২/৭৫৭)]

৫। হাফযে ইবনে হাজার –ইমাম বুখারীর উক্তি ‘পরচ্ছিদে: কোন সময় শঙ্কিগা লাগাবে, আবু মুসা (রাঃ) রাত্রিবিলো শঙ্কিগা লাগিয়েছেন’ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে- বলেন: শঙ্কিগা লাগানোর উপযুক্ত সময় সম্পর্কে বেশ কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তবে এর কোনটি বুখারীর শর্তে উত্তীর্ণ নয়। তাই তিনি যনে এ ইঙ্গিত করতে চাচ্ছেন যে, প্রয়োজন হলে যে কোন সময় শঙ্কিগা লাগানো যাবে। কোন সময় শঙ্কিগা লাগানো যাবে; আর কোন সময় শঙ্কিগা লাগানো যাবে না— এমনটি নয়। কারণ তিনি রাত্রিবিলো শঙ্কিগা লাগানোর বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[ফাতহুল বারী (১০/১৪৯) থেকে সমাপ্ত]

৬। উকাইলি (রহঃ) বলেন: “এ বিষয়ে অর্থাৎ শঙ্কিগা লাগানোর জন্য বিশেষ দিন নরিবাচন সম্পর্কে কোন হাদিস সাব্যস্ত নয়।[আল-যুআফা আল-কাবরি (১/১৫০) থেকে সমাপ্ত]

৭। ইবনুল জাওয়াযি তার ‘আল-মাওয়াযাত (জাল হাদিস সংকলন)’ নামক গ্রন্থে (৩/২১১-২১৫) গোটো একটি পরচ্ছিদে রচনা করেছেন এবং এতে এ সংক্রান্ত হাদিসগুলো উল্লেখ করার পর বলেন: “এ হাদিসগুলোর কোনটি সহি নয়।”[সমাপ্ত]

৮। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

“সারকথা হচ্ছে- বিশেষ কোন দিনে শঙ্কিগা লাগানো নরিদিধ হওয়া সম্পর্কে কোন কিছু সাব্যস্ত হয়নি।”[আল-মাজমু (৯/৬৯),



যদিও নববী ১৭ তারিখ, ১৯ তারিখ ও ২১ তারিখে শজ্জিগা লাগানোর সময় সংক্রান্ত হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলেন]

৯। হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

“এ হাদিসগুলোর কোনটি সহিহ নয়।”[সমাপ্ত; ফাতহুল বারী (১০/১৪৯)]

দুই:

আলমেগণের অনেকে চন্দ্রমাসের ১৭ তারিখ, ১৯ তারিখ ও ২১ তারিখে শজ্জিগা লাগানোকে মুস্তাহাব মনে করেন নম্ননোক্ত দললিরে ভিত্তিতে:

১. সাহাবীগণ থেকে সহিহ সূত্রে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে:

আনাস বনি মালকে (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ মাসের বজোড় দিনগুলোতে শজ্জিগা লাগাতেন।”

তাবারানী ‘তাহযীবুল আছার’ গ্রন্থে (নং-২৮৫৬) এ আছার (সাহাবীর উক্তি) টি বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন: এ আছারটি আমাদের নকিট মুহাম্মদ বনি বাশশার বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন: আমাদের নকিট আবু দাউদ বর্ণনা করছেন তিনি বলেন: আমাদের নকিট হশাম বর্ণনা করছেন কাতাদা থেকে, তিনি বর্ণনা করছেন আনাস (রাঃ)। এ সনদটি (বর্ণনাসূত্রটি) সহিহ। আবু যুরআ বলেন: এ বিষয়ে সবচেয়ে শুদ্ধ হচ্ছে আনাস (রাঃ) এর হাদিস: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ ১৭ তারিখ, ১৯ তারিখ ও ২১ তারিখে শজ্জিগা লাগাতেন।” [সুআলাতুল বারযায়ি (২/৭৫৭)] ইমাম তাবারী উল্লেখিত আছার (সাহাবীর উক্তি) এর পর রফি (আবুল আলিয়া) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: “তাঁরা মাসের বজোড় তারিখে শজ্জিগা লাগানো মুস্তাহাব মনে করতেন।” এবং তিনি ইবনে আওন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “তিনি তার কিছু সাহাবীকে ১৭ তারিখে ও ১৯ তারিখে শজ্জিগা লাগানোর নির্দেশ দতিনে।” ইমাম আহমাদ বলেন: সুলাইম বলছেন, হশাম আমাদেরকে মুহাম্মদ থেকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি এ হাদিসে ‘২১ তারিখ’ এর কথাও বর্ণনা করতেন।

সম্ভবত সাহাবায়ে করোমের এ অভ্যাসের কারণ ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক এ সময় নির্ধারণ। এতে করে বুঝা যায় যে, এ হাদিসগুলো ‘হাদিসে মারফু’ (রাসূল থেকে বর্ণনা) হওয়ার একটা ভিত্তি রয়েছে। বরং কোন কোন আলমে এ সংক্রান্ত কোন কোন মারফু হাদিসকে মজবুত বলে রায় দিয়েছেন। যমেন ইমাম তরিমযি। তিনি আনাস বনি মালকে (রাঃ) এর হাদিস: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গর্দানরে দুই পাশে ও পঠিরে দুই পাশে শজ্জিগা লাগাতেন। এবং তিনি ১৭ তারিখ, ১৯ তারিখ ও ২১ তারিখে শজ্জিগা লাগাতেন।” হাদিস নং ২০৫১, তরিমযি বলেন: হাদিসটি হাসান।

একই রকম মত দিয়েছেন- মুতাআখখরীন আলমেদরে মধ্যে সুযুতী তার ‘আল-হাওয়ি’ নামক ফতোয়া গ্রন্থে (১/২৭৯-২৮০)

এবং ইবনে হাজার আল-হাইতামী তার ফতোয়াতে (৪/৩৫১) এবং আলবানি তার ‘আল-সলিসলি আল-সহিহি’ গ্রন্থে (নং ৬২২ ও ১৮৪৭)।

যদিও ইতিপূর্বে এ সংক্রান্ত মারফু হাদিস দুর্বল হওয়ার মরমে যসেব ইমমাগণের অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে সেটাই শক্তিশালী ও অগ্রগণ্য।

২. চকিৎসা শাস্ত্রেরও এর সমর্থন রয়েছে:

আললামা ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) ১৭ তারিখ, ১৯ তারিখ ও ২১ তারিখে শঙ্কিগা লাগানো সংক্রান্ত হাদিসগুলো উল্লেখ করার পর বলেন: “এ হাদিসগুলো চকিৎসকদের ঐকমত্যের সাথে মিলে গেলে। চকিৎসকদের মতে, মাসের দ্বিতীয়ার্ধে এবং এরপর অর্থাৎ তৃতীয় চতুর্থাংশে শঙ্কিগা লাগানো মাসের প্রথমার্ধে কথিবা শেষার্ধে শঙ্কিগা লাগানোর চয়ে উত্তম। আর প্রয়োজন হলে আপন যি কোন সময়ে শঙ্কিগা লাগান, মাসের প্রথম হোক শেষে হোক আপন উপকার পাবেন।

আল-খাল্লাল বলেন: ইসমত বনি ইসাম আমাকে সংবাদ দেন যে, তিনি বলেন: হাম্বল আমাদের নকিট বর্ণনা করছেন যে, তিনি বলেন: আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বনি হাম্বল এর যখন রিক্ত উত্ভাল হয়ে উঠত তখন শঙ্কিগা লাগাতেন সেটি যি সময়ে হোক না কেন।[সমাপ্ত]

[যাদুল মাআদ (৪/৫৪)]

পক্ষান্তরে সপ্তাহের বিশেষ দিনে শঙ্কিগা লাগানোর ব্যাপারে আমাদের জানা মতে চকিৎসা শাস্ত্রের কোন কিছু সাব্যস্ত হয়নি। যদিও এ ব্যাপারে কিছু সাহাবী থেকে কিছু বক্তব্য এসেছে। ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি শনিবার ও বুধবারে শঙ্কিগা লাগানো থেকে বরিত থাকতেন। ইবনুল কাইয়্যমে যাদুল মাআদ গ্রন্থে (৪/৫৪) আল-খাল্লাল থেকে এটি বর্ণনা করছেন।

ইবনে মুফলহি (রহঃ) বলেন:

আবু তালবে ও একদল বর্ণনাকারী বর্ণনামতে, শনিবার ও বুধবারে শঙ্কিগা লাগানো মাকরূহ। মুহাম্মদ ইবনে হাসানের বর্ণনা মতে, ইমাম আহমাদ শুক্রবারের কথাও বাড়তি বর্ণনা করছেন। আল-মুসতাওয়াব ও অন্য গ্রন্থে এ ব্যাপারে দৃঢ়তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

আল-মারওয়াযি বলেন: “আবু আব্দুল্লাহ রববার ও মঙ্গলবারে শঙ্কিগা লাগাতেন।”

কাযী বলেন: “রববার ও মঙ্গলবারে পছন্দ করতেন। শনিবারে অপছন্দ করতেন। শুক্রবারের ব্যাপারে নরিব ছিলেন।[বক্তব্য সমাপ্ত]



একটা নীতি হচ্ছে-তিনি যদি কোন বিষয়ে চুপ থাকেন তাহলে সে বিষয়ে দুটো দিকই থাকে।

যুহরী থেকে মুরসাল সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, “যে ব্যক্তি শনিবারে কথিবা বুধবারে শঙ্কিগা লাগালো ফলে তার কুষ্ঠরোগ হল তাহলে সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ না করে।” ইমাম আহমাদ এ উক্তিটি উল্লেখ করেন এবং এটি দিয়ে দলিল দেন। আবু দউদ বলেন: তিনি সনদসহ উল্লেখ করছেন; কিন্তু এটি সহিহ নয়।

বাইহাকী উল্লেখ করছেন যে, একাধিক মুহাদ্দসি এ বাণীটি মুত্তাছলি সনদে উল্লেখ করছেন। তিনি এটিকে দুর্বল বলছেন। মুখস্তকৃত হচ্ছে- এটি মুনকাতী (কর্তৃতি সনদ)।[তার কথা সমাপ্ত]

আবু বকর ইবনে আবু শাইবা তার নিজস্ব সনদে মাকহুল থেকে বর্ণনা করেন যে, এটি মুরসাল। আর الوضع শব্দে অর্থ হচ্ছে-البرص অর্থাৎ কুষ্ঠরোগ।

ইমাম আহমাদরে কাছে একবার বলা হল যে, এক ব্যক্তি বুধবারে শঙ্কিগা লাগিয়েছে এবং এ সংক্রান্ত হাদিসটিকে তুচ্ছ করে বলছে এটি কিমেন হাদিস? এরপর সে লোকের কুষ্ঠরোগ হয়েছে। তখন ইমাম আহমাদ বলেন: কোন ব্যক্তির হাদিসকে তুচ্ছ করা সমীচীন নয়। আল-খাল্লাল এটি বর্ণনা করেন।

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে একটি মারফু হাদিস বর্ণিত আছে যে, “জুমার দিনে এমন একটি সময় আছে যে সময়ে কেউ শঙ্কিগা দিলে তার এমন একটি রোগ হবে যে রোগ থেকে মুক্তি পাবে না।”। বাইহাকী হাসান সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন; সে সনদে আত্‌তায় বনি খালদে রয়েছে; তার মুখস্তশক্তি দুর্বলতা আছে।[সমাপ্ত; ইবনে মুফলহি এর ‘আল-আদাব আল-শারইয়্যাহ (৩/৩৩৩)]

অনুরূপ বর্ণনা ইবনে মায়ীন, আলী ইবনে মাদীন থেকেও বর্ণিত আছে।

আল্লাহই ভাল জানেন।